দৈনিক জনকণ্ঠ

150

তারিখ ... MAR. 09 2000

অবাধ নকল সংঘর্ষ অব্যবস্থাপনার মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষা চলছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ অবাধ নকল, সংঘর্ষ ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা এগিয়ে চলছে। বুধবার সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষাতেও ব্যাপক নকল হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের 'ঘ' সেটের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নম্বরে ভুল হয়েছে। জানা গেছে, ৫০টি প্রশ্নের মধ্যে ২৩ নম্বর প্রশ্নটি নেই। ২৬ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে দু'টি। এই ভুলের কারণে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্নে ভুলের কারণে নম্বর পাওয়া যায় কিনা-এ নিয়ে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহ বলেন, এ

(১৫ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অবাধ নকল সংঘর্ষ

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে দুঃশ্চিনতার কোন কারণ নেই। সঠিক উত্তর দিলে পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই নম্বর পাবে।

এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনকণ্ঠের প্রতিনিধিরা ব্যাপক নকলসহ পরীক্ষায় বিভিন্ন ভুলক্রটির কথা জানিয়েছেন। মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, চলমান এসএসসি. পরীক্ষার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্নটিতে একটি মারাত্মক ক্রটি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। প্রশ্নটি ছিল— তালা থানার বাসিন্দা হিসাবে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য চেয়ে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখা। প্রশ্নপত্রে থানার (তালা) কথা উল্লেখ থাকলেও কোন্ জেলা, তার উল্লেখ নেই। অথচ আবেদন করতে বলা হয়েছে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তার কাছে।

পরীক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই অনেকেই উত্তর জানা সত্ত্বেও ঐ প্রশ্নের উত্তরটি দিতে পারেনি। প্রশ্নটি যদি ক্রটিমুক্ত থাকত তারা এর উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। অনেকে তালা থানাকেই জেলা হিসাবে উল্লেখ করেছে। অনেকে মনগড়া জেলার নাম উল্লেখ করেছে। যারা জানে তালা থানা কোন্ জেলায় তারা ঐ জেলার নাম উল্লেখ করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে— তাদের উত্তর কি সঠিক ধরে নেয়া হবে?

পার্বতীপুর থেকে একরামুল হক বেলাল জানান, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর থানায় চিরিরবন্দর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এতে ছয় শতাধিক পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা যায়; চিরিরবন্দর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগতরা অবাধ নকলের দাবিতে মিছিল করে। এক পর্যায়ে মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা ও সংঘর্ষ বেধে যায়। মিছিলকারীরা কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে পরিক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। পরদিন জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে বিডিআর মোতায়েন করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধ নকল, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের কারণে রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার থেকে চিরিরবন্দর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র স্থগিত ঘোষণা করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রের ৬ শতাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ঐ এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেত্রকোনা সদর থানার মদনপুর শাহ্ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষায় চাচাত ভাই আবদুর রহিম (রোল-২৯৮৯৪৫)-এর পরীক্ষা দিতে গিয়ে নেত্রকোনা সরকারী কলেজের মাষ্টার্সের ছাত্র রেজাউল হাসান রিপন ধরা পড়ে। রিপন বাংলা ও ইংরেজী পরীক্ষা নির্বিঘ্নে দেয়। রিপনের বাড়ি সদর থানার দীগনা গ্রামে। তার পিতার নাম আজিজুর রহমান মাষ্টার। রিপনকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

পঞ্চগড় থেকে এ রহমান মুকুল জানান, পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজী, বাংলার চেয়ে অন্য বিষয়গুলোতে বেশি নকল হয়েছে। কক্ষ পরিদর্শক, শিক্ষকরা ভিজিলেন্স টিমকে কোন প্রকার সহযোগিতা করছে না। বরং কোন কর্মকর্তা কক্ষে প্রবেশ করলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও সাঙ্কেতিক ভাষায় পরীক্ষার্থীদের সাবধান করে দেয়।

ধামরাই গার্লস হাইস্কুল উপকেন্দ্রে কোন পরীক্ষা হচ্ছে না। হচ্ছে পরীক্ষার নামে বই দেখে লেখা। জানা গেছে, বোর্ডের শর্ত ভঙ্গ করে হার্ডিঞ্জ হাইস্কুল কেন্দ্রের উপকেন্দ্র হিসাবে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এই উপকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু নানা অবৈধ প্রভাবের কারণে তা ধোপে টিকেনি।

ঠাকুরগাঁও থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার বেশকিছু পরীক্ষা কেন্দ্র নকলের হাটে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে একাধিক ভেন্যু। এসব ভেন্যু তদারকির জন্য নেই পর্যাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ। যার জন্য ভুয়া পরীক্ষার্থীর ছড়াছড়ি। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে পীরগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে অর্জুন রায় নামে এক ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়লেও টাকার বিনিময়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সদরের বালিকা বিদ্যালয় ভেনুতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সন্তানরা পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র ১২ ঘণ্টা আগে এই ভেনুটি স্থাপন করা হয়। এখানে ব্যাপক নকল হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁও'র একটি বালিকা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ৫ শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র না আসায় উক্ত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, রুহিয়া উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৩ দাখিল শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করে। এর মধ্যে ৫ জন নিয়মিত, ১৮ জন বহিরাগত। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার জন্য উক্ত ১৮ শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। এ দিকে গত ৪ মার্চ দাখিল পরীক্ষা দেয়ার জন্য সকল শিক্ষার্থী খোশ বাজার পরীক্ষা কেন্দ্রে যায় এবং সুপারের নিকট প্রবেশপত্র চায় কিন্তু সুপার ১৩ শিক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র দিতে পারলেও ৫ শিক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র দিতে পারেনি। ফলে উক্ত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে না পেরে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। মাদ্রাসা সুপার দবিরুল ইসলাম বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সহসুপার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।